দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 27 DEC 2002
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম 2

সকলকে অধিকার সচেতন করতে শিক্ষানীতিতে মানবাধিকার শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা দরকার॥ রাষ্ট্রপতি

স্টাফ রিপোর্টার ॥ রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ বলেছেন, সকল পর্যায়ে মানবাধিকার শিক্ষাকে সমন্বিত করতে পারলে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বহুলাংশে সফল হবে। তিনি মানবাধিকার শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষানীতির অন্তর্ভুক্ত করে সার্বিকভাবে সবার মধ্যে অধিকার ও কর্তব্যসচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানিয়েছেন। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান বলেছেন, সন্ত্রাস দমন করতে হলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় না ঘটলে এ দেশে মানবাধিকার অনেকাংশে সংরক্ষিত হবে। বৃহস্পতিবার এলজিইডি ভবন মিলনায়তনে বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার অষ্টম জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁরা দু'জন এ কথা বলেন। প্রধান অতিথির ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে মানবাধিকার প্রশ্নটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই কমবেশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। নারীদের প্রতি বৈষম্য, শিশু নির্যাতন, শিশু অপহরণ, হাজতে-কারাগারে শিশু ও নারীসহ মানুষের ওপর নির্যাতন ও মৃত্যুর ঘটনা সভ্যতার কলঙ্ক। আমরা সবাই এর অবসান চাই। তিনি বলেন, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম কারণ হলো মানবাধিকার সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা এবং তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য মানুষের মনোবল ও সম্পদের অভাব। সার্বিকভাবে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলনামূলকভাবে উন্নত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার সভাপতি বিচারপতি সুলতান হোসেন খানের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সংস্থার মহাসচিব সিগমা হুদা, এ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, নির্বাহী পরিচালক মাসুদা গওস ও ডেনিশ এ্যামবেসির চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স ওভে এফ লারসান।

সম্মানিত অতিথির ভাষণে বিচারপতি লতিফুর রহমান বলেন, অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও অসমতার জন্য মানবাধিকার সমাজের পদে পদে লঙ্ঘিত ও পদদলিত হচ্ছে। মানবাধিকারের সমস্যা মূলত রাজনৈতিক সমস্যা থেকে উদ্ভূত। তাই মানবাধিকার সংরক্ষণের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের। তিনি বলেন, বাংলাদেশের পটভূমিতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করতে পারলে মানবাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হবে না। দেশের তরুণ যুবসমাজ কর্মসংস্থানের অভাবে চাঁদাবাজি, এ্যাসিড নিক্ষেপ, নারী নির্যাতনসহ নানাবিধ অসামাজিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়েছে। যার ফলে নিরীহ লোকের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। ক্রমবর্ধমান সংঘবদ্ধ সহিংসতা, রাজনৈতিক বিরোধ এবং সন্ত্রাসীদের অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহারের ফলে জনগণের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বাস্তব এ পরিস্থিতিতে আইনের শাসন সংঘবদ্ধ দুর্বৃত্ত দলের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। সন্ত্রাস দমন করতে হলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার সংরক্ষণ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, জনসমক্ষে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা মানবাধিকারের অঙ্গ। বিচার ব্যবস্থায় বিচার যে বিলম্বিত হয় সেটাও মানবাধিকারের লঙ্ঘন। ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বলেন, রাজনৈতিক অধিকার, মিছিলের অধিকারের ওপর হচ্ছে সার্বভৌমত্ব রক্ষার অধিকার। রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দেশের জন্য ক্ষতিকর কোন কাজ করা উচিত নয়। সিগমা হুদা বলেন, প্রশাসনের কতিপয় দুর্নীতিবাজের কারণে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে চরমভাবে। সরকারের আইন, বিচার, প্রশাসনসহ বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসন শিষ্টের দমন আর দুষ্টের পালনকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। অনেক রক্ষকই ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। ফলে লঙ্ঘিত হচ্ছে মানবাধিকার।